বন্ধুর কাছ থেকে গল্প শুনে ট্রেনে চড়ে

স্কুল পালিয়ে দিঘার সমুদ্রে

অভিজিৎ মুখার্জী ● পুরুলিয়া

বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধুদের মুখে দিঘার গল্প শুনেছে দুই বন্ধু। সেই থেকে মনে মনে ইচ্ছা ছিল একবার দিঘা ঘুরে আসার। আর তাই স্কুল পালিয়ে দিঘায় পৌঁছে গেল তিন স্কুল ছাত্র। যদিও এক আত্মীয় ও পুলিশি তৎপরতায় তিনজনকেই দিঘা থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ঘটনাটি হুগলির পুরশুড়ার দেউল পাড়া ভূ দারীনাথ বিদ্যানিকেতনে। তিনজনই ওই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তাদের মধ্যে সৌভিক ঢালির বাড়ি পুরশুড়ার ডিহিবাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলাটি গ্রামে। বাবা বাবলু ঢালি পুরশুড়ার একটি পেট্রোল পাম্পে কাজ করেন। বাকি দুই ছাত্রের মধ্যে অর্ণবের বাড়ি তারকেশ্বরের নওপাড়ায়। অর্ণবের বাবা অভিজিৎ পাত্র পেশায় চাষি। অন্যদিকে অপর এক ছাত্র মৌসম পালের বাড়ি তারকেশ্বরের তেঘড়িয়া গ্রামে। তাঁর বাবা পুরঞ্জন পাল একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। সৌভিকের বাবা বাবলু ঢালি জানান, তিনজনই অন্যান্য দিনের মতো সোমবার স্কুলে গিয়েছিল। টিফিনে মাঠে বসে তাদেরকে গল্প করতে দেখেছিলেন বাবলুবাবু। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, এদিন শেষ পর্যন্ত তারা স্কুলে ছিল। ছুটির পর যথারীতি স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়। তবে আর বাড়ি ফেরেনি। জানা গেছে, এরপর তারা আগের পরিকল্পনা মতো তারকেশ্বর স্টেশনে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে ট্রেনে করে সোজা হাওড়ায় চলে যায়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে তারা দিঘার ট্রেনে উঠে পড়ে। তাদের কাছে বেশি টাকা না থাকায় ট্রেনের টিকিটও কাটতে পারেনি তারা। মঙ্গলবার সকালে দিঘায় পৌঁছায়। সেখানে মৌসমের কাছে থাকা মোবাইল ফোনটি বিক্রি করে তারা তিনশ টাকা জোগাড় করে। মৌসম এবং অর্ণব দুজনে স্কুল ইউনিফর্ম পরেছিল। তাই তাদের জন্য দুটো জামা কেনে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ তারা সমুদ্রের জলে স্নান করে। সমুদ্র থেকে উঠে আসার পরেই তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় অর্ণবের এক সম্পর্কিত দাদার বন্ধুর সঙ্গে। তিনি কর্মসূত্রে ওখানেই থাকেন। তাঁর কাছে অর্ণবরা পুরো ঘটনা বলে। তাদের কাছে যে টাকাও নেই তাও জানায়। তখন দাদার বন্ধু তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। তাঁর পরামর্শেই অর্ণব বাড়িতে ফোন করে পুরো ঘটনা জানায়। এরপর দাদার ওই বন্ধুই তিনজনকে দিঘা থানায় পৌঁছে দেন। পরিবারের লোক না আসার পর্যন্ত তাদেরকে থানাতেই রেখে দেওয়ার অনুরোধ করে আসেন। এদিকে ছেলেরা বাড়ি না ফেরায় সোমবারই তিন অভিভাবক পুরশুড়া থানায় বিষয়টি জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার স্কুলের চজন শিক্ষককে নিয়ে তাঁরা আবার থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। বিকালে দিঘা থেকে ফোন আসার পর তাঁরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হন। বিষয়টি তাঁরা পুরশুড়া থানাকে জানান। পুরশুড়া থানার পুলিশ দিঘা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই তিন ছাত্রকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন। এরপরেই তিন ছাত্রের বাবা একটি টাটাসুমো করে সন্ধ্যার দিকে দিঘা ছুটে যান। ভোরের দিকে দিঘা থেকে তিন ছেলেকে নিয়ে তাঁরা পুনরায় বাড়ির দিকে রওনা দেন। এবিষয়ে স্কুলের প্রধানশিক্ষক আজিজুল মল্লিক বলেন, সোমবার ওই তিন ছাত্রই স্কুলে এসেছিল। তবে আমি ১২টার সময় স্কুলের কাজে বাইরে যাই এবং বৈকাল ৪টার সময় ফিরে আসি। ওরা শেষ পর্যন্ত স্কুলে ছিল। ছুটির পর স্কুল থেকে বের হয়। তারপর যে ওরা এত বড় কাণ্ড ঘটাবে তা বুঝতে পারিনি। তবে ওদেরকে ফিরে পাওয়া যাওয়ায় ভালো লাগছে।

মহাসমারোহে ইদুজ্জোহা উৎসব পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ বুধবার হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে মহাসমারোহে পালিত হল ইদুজ্জোহা উৎসব। এই উপলক্ষ্যে নতুন পোষাক পরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন বিভিন্ন ইদগাহ ও মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ভিড় করেন। আরামবাগ ইদগাহ ছাড়াও কীর্তিচন্দ্রপুর, মায়াপুর, শীতলপুর, সামতা, পুরশুড়ার বৈকুণ্ঠপুর, শ্যামপুর, জষাড়, খানাকুলের রাজহাটী, নতিবপুর, নাঙ্গুলপাড়া প্রভৃতি এলাকায় নামাজ পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

গোঘাটের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯১টি মসজিদ ও ইদগাহে এদিন সকাল থেকেই খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। হুগলি জেলা পুলিশের উদ্যোগে এদিন গোঘাট পুলিশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। এদিন ওসি মিঠুন ব্যানার্জীসহ পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিকরা ইদগাহ ও মসজিদে গিয়ে ইমামদের হাতে ফুলের তোড়া ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন।

দুর্গাপুজোর আগেই নবরূপে উদ্বোধন রিষড়া রবীন্দ্রভবনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ দুর্গাপুজোর আগেই নবরূপে উদ্বোধন হতে চলেছে হুগলির রিষড়া রবীন্দ্রভবনের। এই বিষয়ে রিষড়া পুরসভার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র বলেন, রিষড়া রবীন্দ্রভবন যখন তৈরি হয় তখন তাতে আসন সংখ্যা ছিল ৮১৭টি। দর্শকাসনে ছিল সাধারণ চেয়ার। আর এই হলের সাউন্ড সিস্টেম তত আধুনিক ছিল না। এমনকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র না থাকায় গরমে এখানে অনুষ্ঠান চলাকালীন কিছুটা কষ্ট ভোগ করতেন দর্শকরা। কিন্তু বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সবার আগে মানুষের চিন্তা করেন। তাই তাঁর একজন সৈনিক হিসাবে রিষড়াবাসীর কথা ভেবে রবীন্দ্রভবনকে আধুনিক করতে তার সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বিজয়বাবু বলেন, পুজোর আগে এই রবীন্দ্রভবন আবার চালু করা হবে। সংস্কার হওয়ায় অত্যাধুনিক এই রবীন্দ্রভবন যেমন একদিকে পুরোটাই হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তেমনই অন্যদিকে হলের দর্শকাসনের সমস্ত চেয়ার হবে অত্যাধুনিক পুশব্যাক। এর ফলে দর্শকদের কষ্ট কমবে। তবে একটা অসুবিধা হবে বলেও এদিন তিনি জানান। তা হল অত্যাধুনিক পুশব্যাক চেয়ার লাগানোর ফলে দর্শকাসনের আসন সংখ্যা ৮১৭ থেকে কমে ৬৩০ হয়ে যাবে।

কেরলের বন্যাদুর্গতদের পাশে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ কেরলে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে ভারতীয় জনতা পার্টির হুগলির ডানকুনি মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ কুমার তরফদার, সম্পাদক সুকান্ত মাঝি ও পিন্টু দাস, যুব মোর্চার সভাপতি প্রণব দে, সাধারণ সম্পাদক রবি ঠাকুর ও অভিষেক পাল, মহিলা মোর্চা সভানেত্রী শর্বরী সেন, সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্য মমতাজ মণ্ডল প্রমুখর নেতৃত্বে বন্যার ত্রাণ সাহায্যের জন্য ডানকুনি এলাকাবাসী কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মানুষের কাছে পৌঁছান। এদিন এলাকার বাসিন্দারা ও বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা এবং অন্যান্যজনেরা উপস্থিত থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। অন্যদিকে চুঁচুড়া পিপুলপাতি এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে একই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ওবিসি মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ মল্লিক, বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ, নিমাই দত্ত, বিধানসভার বিস্তারক শ্রীনিবাস ও অন্যান্য নেতারা।

কামারপুকুর ও বেঙ্গাই কলেজের মধ্যে ছাত্র আদানপ্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা বিদ্যামহাপীঠ এবং বেঙ্গাই অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে এক চুক্তি সাক্ষর হল। কামারপুকুর কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. চিত্তরঞ্জন ঘোষ জানান, এই চুক্তির ফলে আমরা দুই কলেজের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক আদানপ্রদানসহ যৌথভাবে সেমিনার ও কনফারেন্সের আয়োজন করতে পারব। যা ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে জ্ঞানের আধার বাড়াবে। অপরদিকে বেঙ্গাই কলেজের অধ্যক্ষ ড. পরমার্থ ঘোষ বলেন, আমরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষাকে আবারও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রয়োগ করব। যাতে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই লাভবান হয়।

পুরসভার আবর্জনা পঞ্চায়েতের বসতি এলাকায়, গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ ও অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ পুরসভা এলাকার বর্জ্য পদার্থ ফেলা হচ্ছে পঞ্চায়েত এলাকায়। তাও আবার গ্রামের ধারে, বসতি লাগোয়া। আর তাই গ্রামবাসীরা এক জোট হয়ে আবর্জনা ফেলার গাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন। আর এই বিক্ষোভে সামিল হলেন ছেলে থেকে বুড়ো, আট থেকে আশি প্রায় শ'চারেক মানুষ। প্রতিবাদে এলাকায় পথ অবরোধও করলেন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের কুমুড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহ দুয়েক ধরে আরামবাগ পুরসভা এলাকা থেকে ট্রাক্টর বোঝাই করে আবর্জনা নিয়ে গিয়ে ওই মথুরা গ্রামে আরামবাগ-দামোদরপুর রাস্তার ধারে ফেলা হচ্ছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশেই রয়েছে বাসস্টপেজ। বাসস্টপেজে লাগোয়া রয়েছে একটি চা, পান, সিগারেটের দোকান। দোকানদার প্রভাত রায় জানালেন, আবর্জনার জেরে এলাকা মশা, মাছিতে ভরে গেছে। সমস্ত জিনিসের উপর মাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাসস্টপেজেও যাত্রীরা দাঁড়াতে পারছেন না। নাকে রুমাল দিতে হচ্ছে। এদিনের বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন ওই গ্রামেরই গৃহবধূ রেখা ঘোষ, সুজাতা দত্ত। তাঁরা বলেন, এমন অবস্থা মশারি টাঙিয়ে ভাত খেতে হচ্ছে। না হলে খাবারে মাছি ভনভন করছে। আর একটু বাতাস দিলে দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। স্থানীয় তৃণমূল নেতা কার্তিক রায় বলেন, এভাবে গ্রামের পাশে আবর্জনা ফেলা ঠিক নয়। যত তাড়াতাড়ি আবর্জনা ফেলা বন্ধ হবে ততই গ্রামবাসীদের পক্ষে মঙ্গল। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, শুধু আবর্জনাই নয়, ওই আবর্জনা স্তূপে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহও পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। যদিও তা কিভাবে আসছে, কারা ফেলছে তা অবশ্য কেউ দেখেননি। আর এর জেরে কুকুরের উপদ্রব বাড়ছে। ফলে কুকুরের ভয়েও অনেকে রাস্তা হাঁটতে ভয় পাচ্ছেন। এছাড়া পাশেই রয়েছে একটি খেলার মাঠ। সেখানে বাচ্চারাও খেলাধুলা করে। কিন্তু আবর্জনার দুর্গন্ধ এতটাই ভয়াবহ যে অভিভাবকরা ওই মাঠে ছেলেদেরকে খেলতে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন। তারা যে কোনও সময়ে চর্মরোগ থেকে হাঁপানি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আর তারেই জেরে এদিন সকালে গ্রামবাসীরা মথুরা গ্রামের ওই রাস্তায় অবরোধ করেন। এছাড়া ওই সময় আবর্জনা ফেলতে যাওয়া তিনটি ট্রাক্টরকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের সাফ কথা, এখানে আবর্জনা ফেলা যাবে না। পৌরসভা অন্য কোথাও আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করুক। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান আরামবাগ পুরসভার ১৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ সিংহরায়। তখন তাঁকে ঘিরে ধরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। প্রদীপবাবু গ্রামবাসীদের বোঝান। তিনি বলেন, গ্রামের মানুষ যেন বিষয়টি লিখিত আকারে আরামবাগ পৌরসভাকে জানান।

এছাড়াও এদিন যেহেতু উৎসবের দিন, তাই তিনি গ্রামবাসীদের অবরোধ ও বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলরের আশ্বাসে এরপর গ্রামবাসীরা অবরোধ ও বিক্ষোভ থেকে সরে আসেন। তবে তাঁদের বক্তব্য, এই ঘটনায় কাজ না হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

ইদের শুভেচ্ছা বিধায়কের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ বুধবার বিধায়ক বেচারাম মান্না হুগলির হরিপাল ও সিঙ্গুর এলাকার মুসলিম ভাইবোনেদের এবং বয়স্কদের পবিত্র ইদুজ্জোহায় মোবারক জানান। হরিপাল এলাকার সমস্ত মুসলিম ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে হরিপাল এলাকার চক, দঁক শান্তিপুরে মুসলিম ভাইয়েদের শুভেচ্ছা জানান।

বিপজ্জনক অবস্থায় চন্দননগরের জোড়াঘাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ বেশ কিছু দিন ধরে হুগলির চন্দননগর পৌরনিগমের জোড়াঘাট বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এলাকার বাসিন্দা থেকে চন্দননগর মনিং ওয়াকর্স ফোরামের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, জোড়াঘাট বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। পৌরনিগমের পক্ষ থেকে জোড়াঘাটের এই অংশের ভাঙা রেলিংটা ঠিক করে দেওয়া উচিত। কারণ যে কোন সময় এখান থেকে বড় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

মৃত স্বর্ণব্যবসায়ীর স্মরণে ব্যবসা বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ দুর্ঘটনায় মৃত স্বর্ণব্যবসায়ীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য হুগলির তারকেশ্বর স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে বুধবার সমস্ত দোকান বন্ধ রাখা হয়। মৃত ব্যবসায়ীর নাম বিনয় পাল। সোমবার কলকাতার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, ১২ আগস্ট রবিবার ভিড়ের কারণে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল হাওড়া-তারকেশ্বর মেন লাইন শাখার সিঙ্গুরের মল্লিকপুরে। সেই থেকেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সর্বক্ষণের সাথী দাদা অরিজিৎ মণ্ডল। পয়সার অভাবে অরিজিৎ বেশি দূর পৌঁছতে না পারলেও তিনি চান, বোনের লড়াই যেন কোনদিন না থেমে যায়। অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর দাঁত কামড়ে জলে পড়ে থাকার জেদ আজ তিয়াসাকে এই জায়গাতে আনলেও আর্থিক অনটন কিন্তু সর্বদা তাড়া করে বেড়ায় তাঁর পরিবারকে। তিয়াসার মা ছবিতা মণ্ডল বলেন, আজ অবধি সরকারি সহযোগিতা পেলাম না। পেলাম না কোন বেসরকারি স্পনসর। তাই ছবিতাদেবী বলেন, কোনরকম সহযোগিতা না পেলে হয়ত তিয়াসার আশা একদিন থমকে যাবে।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্মরণে মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ বুধবার হুগলির চুঁচুড়া-মগরা জেড পি ১১-এর পক্ষ থেকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে স্মরণ করতে এক মোমবাতি মিছিল বার করেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। হুগলি স্টেশন সংলগ্ন আশ্রম মাঠ থেকে এই মিছিল বের হয় সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ। স্টেশন সংলগ্ন রোড থেকে মিছিল যায় হুগলি মোড় পর্যন্ত এবং সেখানে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বাজপেয়ীর ছবির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁকে স্মরণ করেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। এদিন মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির নেতা সুরেশ সাউ, চুঁচুড়া-মগরা মণ্ডল জেড পি ১১-এর সভাপতি রাজীব নাগ। অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন সুবীর নাগ।

বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় চুঁচুড়ার তিয়াসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা প্রতিযোগী হুগলির চুঁচুড়ার তিয়াসা মণ্ডল। প্রসঙ্গত আগামী ২৬ আগস্ট মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৭৫তম ওয়ার্ড লংগেস্ট সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জঙ্গীপুর থেকে বহরমপুর পর্যন্ত নদীবক্ষে ৮১ কিমি এই সাঁতার প্রতিযোগিতাই এযাবৎকালের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা কোন বিভাগ নেই। এখানে ছেলে মেয়েরা একসাথে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় এবার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ২৫। যার মধ্যে ২৩জন পুরুষ ও দুজন মহিলা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আর্জেন্টিনার সাথে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একমাত্র মহিলা প্রতিযোগী চুঁচুড়ার তিয়াসা। কার্যত এবছর এই প্রতিযোগিতায় ভারতের মহিলাদের হয়ে ভারতের নাম জিইয়ে রাখলো তিয়াসাই। চুঁচুড়া কনকশালীর বাসিন্দা সামান্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রি অভিজিৎ মণ্ডলের মেয়ে তিয়াসা শ্রীরামপুর কলেজের কলাবিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মা ছবিতা মণ্ডল গৃহবধূ। দাদা অরিজিৎ মণ্ডলকে দেখেই মাত্র সাড়ে চার বছর বয়সে তিয়াসার জলে নামা। নবছর বয়স থেকে জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ করা। শুধু অংশগ্রহণ বললে ভুল হবে, তিয়াসা আপাতত কুড়িটির বেশি জাতীয় স্তরের সাঁতারে অংশগ্রহণ করে কোন না কোন মেডেল নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। তিয়াসার পছন্দ বেশির দুরত্বের সাঁতার। ছোটবেলা থেকে তাই তাঁর স্বপ্ন ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া। সেই স্বপ্ন চোখে নিয়েই ৮১ কিলোমিটারের মত কঠিনতর সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন তিনি। যথেষ্ট ভালো ফল করার আশা নিয়ে চিনসুরা সুইমিং ক্লাবের এই সাঁতারু দিনরাত এক করে গঙ্গাবক্ষে প্রশিক্ষণ নিয়ে চলেছেন। দুই কোচ তিয়াসার পাশে থাকলেও তাঁর

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

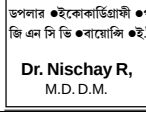

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ই মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।